আলালের ঘরের দুলাল

প্যারীচাঁদ মিত্র

ঐতিহ্য

আলালের
ঘরের
দুলাল

বাবুরাম বাবুর পরিচয়—মতিলালের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ফার্সী শিক্ষা।

বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন। তিনি মাল ও ফৌজদারী আদালতের অনেক কর্ম্ম করিয়া বিখ্যাত হন। কর্ম্মকাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না করিয়া যথার্থ পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিল না—বাবুরাম সেই প্রথানুসারেই চলিতেন। একে কর্ম্মে পটু—তাতে তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেব-সুবাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন এজন্য অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিলেন। এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রের তাদৃক্ গৌরব হয় না। বাবুরাম বাবুর অবস্থা পূর্ব্বে বড় মন্দ ছিল, তৎকালে গ্রামে কেবল দুই এক ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্ব করিত। পরে তাঁহার সুদৃশ্য অট্টালিকা, বাগ-বাগিচা, তালুক ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি হওয়াতে অনুগত ও অমাত্য বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অসংখ্য হইল। অবকাশকালে বাটীতে আসিলে তাঁহার বৈঠকখানা লোকারণ্য হইত, যেমন মেঠাইওয়ালার দোকানে মিষ্ট থাকিলেই তাহা মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হয় তেমন ধনের আমদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়। বাবুরাম বাবুর বাটীতে যখন যাও তাঁহার নিকট লোক ছাড়া নাই—কি বড় কি ছোট, সকলেই চারিদিকে বসিয়া তুষ্টিজনক নানা কথা কহিতেছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিত আর এলোমেলো লোকেরা একেবারেই জল উঁচু-নীচু বলিত। এইরূপে কিছু কাল যাপন করিয়া বাবুরাম বাবু পেন্‌সন্ লইলেন ও আপন বাটীতে বসিয়া জমিদারী ও সওদাগরী কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকের সর্ব্ব প্রকারে সুখ প্রায় হয় না ও সর্ব্ব বিষয়ে বুদ্ধিও প্রায় থাকে না। বাবুরাম বাবুর কেবল ধন উপার্জ্জনেই মনোযোগ করিতেন। কি প্রকারে বিষয় বিভব বাড়ীবে, কি প্রকারে দশজন লোক জানিবে, কি প্রকারে গ্রামস্থ লোক-সকল করজোড়ে থাকিবে—কি প্রকারে ক্রিয়াকাণ্ড সর্ব্বোত্তম

হইবে—এই সকল বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। বাবুরাম বাবু বলরাম ঠাকুরের সন্তান, এজন্য জাতিরক্ষার্থ কন্যাদ্বয় জন্মিবামাত্র বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতারা কুলীন, অনেক স্থানে দারপরিগ্রহ করিয়াছিল—বিশেষ পারিতোষিক না পাইলে বৈদ্যবাটীর শ্বশুরবাটীতে উঁকিও মারিত না। পুত্র মতিলাল বাল্যাবস্থা অবধি আদর পাইয়া সর্ব্বদাই বাইন করিত—কখন বলিত বাবা চাঁদ ধরিব—কখন বলিত বাবা তোপ খাব। যখন চিৎকার করিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিত নিকটস্থ সকল লোক বলিত ঐ বান্‌কে ছেলেটার জ্বালায় ঘুমানো ভার। বালকটি পিতা-মাতার নিকট আস্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও করিত না। যিনি বাটীর সরকার তাঁহার উপর শিক্ষা করাইবার ভার ছিল। প্রথম২ মহাশয়ের নিকটে গেলে মতিলাল আঁ আঁ করিয়া কান্দিয়া তাঁহাকে আঁচড় ও কামড় দিত—গুরুমহাশয় কর্ত্তার নিকট গিয়া বলিতেন, মহাশয়! আপনার পুত্রকে শিক্ষা করান আমার কর্ম্ম নয়। কর্ত্তা প্রত্যুত্তর দিতেন—ও আমার সবে ধন নীলমণি—ভুলাইয়া-টুলাইয়া গায় হাত বুলাইয়া শেখাও। পরে বিস্তর কৌশলে মতিলাল পাঠশালায় আসিতে আরম্ভ করিল। গুরুমহাশয় পায়ের উপর পা, বেত হাতে দেয়ালে ঠেসান দিয়া ঢুল্‌ছেন ও বল্‌ছেন "ল্যাখ রে ল্যাখ।" মতিলাল ঐ অবকাশে উঠিয়া তাঁহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর নাচ্ছে—গুরুমহাশয় নাক ডাকিতেছেন—শিষ্য কি করিতেছে তাহা কিছুই জানেন না। তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই মতিলাল আপন পাততাড়ির নিকট বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত। সন্ধ্যাকালে ছাত্রদিগকে ঘোষাইতে আরম্ভ করিলে মতিলাল গোলে হরিবোল দিত—কেবল গণ্ডার এণ্ডা ও বুড়িকা ও পণিকার শেষ অক্ষর বলিয়া ফাঁকি সিদ্ধান্ত করিত,—মধ্যে২ গুরুমহাশয় নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাকে কাটি দিয়া ও কোঁচার উপর জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া তীরের ন্যায় প্রস্থান করিত। আর আহারের সময় চুনের জল ঘোল বলিয়া অন্য লোকের হাত দিয়া পান করাইত। গুরুমহাশয় দেখিলেন বালকটি অতিশয় ত্রিপণ্ড, মা সরস্বতীকে একেবারে জলপান করিয়া বসিল, অতএব মনে করিলেন যদি এত বেত্রাঘাতে সুযুত না হইল, কেবল গুরুমারা বিদ্যাই শিক্ষা করিল তবে এমত শিষ্যের হাত হইতে ত্বরায় মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু কর্ত্তা ছাড়েন না—অতএব কৌশল করিতে হইল। বোধ হয় গুরুমহাশয়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভাল, ইহাতে বেতন দুই টাকা ও খোরাক-পোষাক—উপরি লাভের মধ্যে তালপাত কলাপাত ও কাগজ ধরিবার কালে এক২টা সিধে ও এক২জোড়া কাপড় মাত্র, কিন্তু বাজার সরকারি কর্ম্মে নিত্য কাঁচা কড়ি। এই

বিবেচনা করিয়া কর্ত্তার নিকট গিয়া কহিলেন—মতিবাবুর কলাপাত ও কাগজ লেখা শেখা হইয়াছে এবং এক প্রস্থ জমিদারী কাগজও লেখান গিয়াছে। বাবুরাম বাবু এই সংবাদ পাইয়া আহ্লাদে মগ্ন হইলেন, নিকটস্থ পারিষদেরা বলিল—না হবে কেন! সিংহের সন্তান কি কখন শৃগাল হইতে পারে?

পরে বাবুরাম বাবু বিবেচনা করিলেন ব্যাকরণাদি ও কিঞ্চিৎ ফার্সী শিক্ষা করান আবশ্যক। এই স্থির করিয়া বাটীর পূজারী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন হে তোমার ব্যাকরণ-ট্যাকরণ পড়াশুনা আছে? পূজারী ব্রাহ্মণ গণ্ড মূর্খ—মনে করিল যে চাউল-কলা পাই তাতে তো কিছুই আঁটে না—এত দিনের পর বুঝি কিছু প্রাপ্তির পন্থা হইল, এই ভাবিয়া প্রত্যুত্তর করিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি কুইনমোড়ার ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তবাগীশের টোলে ব্যাকরণাদি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর অধ্যায় করি, কপাল মন্দ, পড়াশুনার দরুন কিছুই লাভবান হয় না, কেবল আদা-জল খাইয়া মহাশয়ের নিকট পড়িয়া আছি। বাবুরাম বাবু বলিলেন—তুমি অদ্যাবধি আমার পুত্রকে ব্যাকরণের শিক্ষা করাও। পূজারী ব্রাহ্মণ আশা বায়ুতে মুগ্ধ হইয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের দুই এক পাত শিক্ষা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। মতিলাল মনে করিলেন গুরুমহাশয়ের হাত হইতে তো মুক্ত হইয়াছি এখন এ বেটা চাউলকলাখেকো বামুনকে কেমন করিয়া তাড়াই? আমি বাপ মার আদরের ছেলে—লিখি বা না লিখি, তাঁহারা আমাকে কিছুই বলিবেন না—লেখাপড়া শেখা কেবল টাকার জন্য—আমার বাপের অতুল বিষয়—আমার লেখাপড়ায় কাজ কি? কেবল নাম সহি করিতে পারিলেই হইল। আর যদি লেখাপড়া শিখিব তবে আমার এয়ারবক্সিদিগের দশা কি হইবে? আমোদ করিবার এ সময়,—এখন কি লেখাপড়ার যন্ত্রণা ভাল লাগে?

মতিলাল এই স্থির করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে বলিল—অরে বামুন, তুই যদি হ, য, ব, র, ল শিখাইতে আমার নিকট আর আসিস ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল কলা পাইবার উপায় সুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব কিন্তু বাবার কাছে গিয়া একথা বল্লে ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগারঞ্চি ঝাড়িব যে তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে। পূজারী ব্রাহ্মণ হ, য, ব, র, ল প্রসাদ্যৎ ক্ষণেক কাল হ, য, ব, র, ল হইয়া থাকিলেন পরে আপনা আপনি বিচার করিলেন—ছয় মাস প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি এক পয়সাও হস্তগত হয় নাই, আবার "লাভঃ পরং গোবধঃ"—প্রাণ নিয়া টানাটানি—এক্ষণে ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। পূজারী ব্রাহ্মণ যৎকালে এই সকল পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন মতিলাল তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া

বলিল—বড় যে বসে ভাবছিস্? টাকা চাই? এই নে—কিন্তু বাবার কাছে গিয়া বল্‌গে আমি সব শিখেছি। পূজারী ব্রাহ্মণ কর্ত্তার নিকট গিয়া বলিল—মহাশয় মতিলাল সামান্য বালক নহে—তাহার অসাধারণ মেধা, যাহা একবার শুনে তাহাই মনে করিয়া রাখে। বাবুরাম বাবুর নিকট একজন আচার্য্য ছিল—বলিল, মতিলালের পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। উটি ক্ষণজন্মা ছেলে, বেঁচে থাকিলে দিকপাল হইবে।

অনন্তর পুত্রকে ফার্সী পড়াইবার জন্য বাবুরাম বাবু একজন মুন্‌শী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর আলাদি দরজির নানা হবিবল হোসেন তেল কাঠ ও ১৷৷০ টাকা মাহিনাতে নিযুক্ত হইল। মুন্‌শী সাহেবের দন্ত নাই, পাকা দাড়ি, শণের ন্যায় গোঁফ, শিখাইবার সময় চক্ষু রাঙা করেন ও বলেন, "আরে, বে পড়" ও কাফ গাফ আয়েন গায়েন উচ্চারণে তাঁহার বদন সর্ব্বদা বিকট হয়। একে বিদ্যা শিক্ষাতে কিছু অনুরাগ নাই তাতে ঐরূপ শিক্ষক অতএব মতিলালের ফার্সী পড়াতে ঐরূপ ফল হইল। এক দিবস মুন্‌শী সাহেব হেঁট হইয়া কেতাব দেখিতেছেন ও হাত নেড়ে সুর করিয়া মস্‌নবির বয়েত পড়িতেছেন ইত্যবসরে মতিলাল পিছন দিগ্ দিয়া একখান জ্বলন্ত টিকে দাড়ির উপর ফেলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ দাউদাউ করিয়া দাড়ি জ্বলিয়া উঠিল। মতিলাল বলিল—কেমন রে বেটা নেড়ে আমাকে পড়াবি? মুন্‌শী সাহেব দাড়ি ঝাড়িতে২ ও তোবা২ বলিতে২ প্রস্থান করিলেন এবং জ্বালার চোটে চিৎকার করিয়া বলিলেন—এস্ মাফিক্ বেতমিজ আওর বদ্‌জাৎ লেড়কা কভি দেখা নেই—এস্ কামসে্ মুল্কমে চাস কর্ণা আচ্ছি হ্যায়। এস্ জেগে আনা ভি হারাম হ্যায়—তোবা—তোবা—তোবা!!!

মতিলালের ইংরাজী শিখিবার উদ্‌যোগ ও বাবুরাম বাবুর বালীতে গমন

মুন্‌শী সাহেবের দুর্গতির কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু বলিলেন—মতিলাল তো আমার তেমন ছেলে নয়—সে বেটা জেতে নেড়ে—কত ভাল হবে? পরে ভাবিলেন যে ফার্সীর চলন উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইংরাজী পড়ানো ভাল। যেমন ক্ষিপ্তের কখন২ জ্ঞানোদয় হয় তেমনি অবিজ্ঞ লোকেরও কখন২ বিজ্ঞতা উপস্থিত হয়। বাবুরাম বাবু ঐ বিষয় স্থির করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমি বারাণসীবাবুর ন্যায় ইংরাজী জানি—"সরকার কম স্পিক নাট"—আমার নিকটস্থ লোকেরাও তদ্রূপ বিদ্বান্, অতএব একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। আপন কুটুম্ব ও আত্মীয়দিগের নাম স্মরণ করাতে মনে হইল বালীর বেণীবাবু বড় যোগ্য লোক। বিষয় কর্ম্ম করিলে তৎপরতা জন্মে। এজন্য অবিলম্বে একজন চাকর ও পাইক সঙ্গে লইয়া বৈদ্যবাটীর ঘাটে আসিলেন।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে মাজিরা বৈঁতির জাল ফেলিয়া ইলিস মাছ ধরে ও দুই প্রহরের সময় মাল্লারা প্রায় আহার করিতে যায় এজন্য বৈদ্যবাটীর ঘাটে খেয়া কিংবা চলতি নৌকা ছিল না। বাবুরাম বাবু চৌগোঁপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি পরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—একগাল পান—ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বল্‌ছেন—ওরে হরে! শীঘ্র বালী যাইতে হইবে দুই-চার পয়সার একখানা চলতি পান্‌সি ভাড়া কর তো।

বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে২ বেআদব হয়, হরি বলিল—মোশায়ের যেমন কাণ্ড! ভাত খেতে বস্তেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেচি—ভেটেল পান্‌সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত—এখন জোয়ার—দাঁড় টান্‌তে ও ঝিঁকে মারতে মাজিদের কাল ঘাম ছুটবে—গহনার নৌকায় গেলে

দুই-চার পয়সায় হতে পারে—চল্‌তি পান্‌সি চার পয়সার ভাড়া করা আমার কর্ম্ম নয়—এ কি থুতকুড়ি দিয়া ছাতু গোলা?

বাবুরাম বাবু দুটা চক্ষু কট্‌মট্‌ করিয়া বলিলেন—তোবেটার বড় মুখ বেড়েছে—ফের যদি এমন কথা কবি তো টাস্‌ করে চড় মারবো। বাঙ্গালি ছোট জাতিরা একটু ঠোকর খাইলেই ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপে, হরি তিরস্কার খাইয়া জড়সড় হইয়া বলিল—এজ্ঞে না, বলি কি নৌকা পাওয়া যায়? এই বল্‌তে২ একখানা বোট গুণ টেনে ফিরিয়া যাইতেছিল, মাজির সহিত অনেক কস্তাকস্তি ধস্তাধস্তি করিয়া ॥° ভাড়া চুক্তি হইল—বাবুরাম বাবু চাকর ও পাইকের সহিত বোটের উপর উঠিলেন। কিঞ্চিৎদূর আসিয়া দুই দিগ্‌ দেখিতে২ বলিতেছেন—ওরে হরে! বোটখানা পাওয়া গিয়াছে ভাল—মাজি! ও বাড়ীটা কার রে? ওটা কি চিনির কল? অহে চকমকি ঝেড়ে এক ছিলিম তামাক সাজো তো? পরে ভড়২ করিয়া হুঁকা টানিতেছেন—শুশুকগুলা এক২ বার ভেসে২ উঠতেছে—বাবু স্বয়ং উঁচু হইয়া দেখতেছেন ও গুন২ করিয়া সখীসংবাদ গাইতেছেন—"দেখে এলাম শ্যাম তোমার বৃন্দাবন ধাম কেবল আছে নাম।" ভাঁটা হওয়াতে বোট সাঁ২ করিয়া চলিতে লাগিল—মাজিরাও অবকাশ পাইল—কেহ বা গলুয়ে বসিল, কেহ বা বোকা ছাগলের দাড়ি বাহির করিয়া চারিদিগে দেখিতে লাগিল ও চাটগেঁয়ে সুরে গান আরম্ভ করিল "খুলে পড়বে কানের সোণা শুনে বাঁশির সুর"—

সূর্য্য অস্ত না হইতে২ বোট দেওনাগাজির ঘাটেতে গিয়া লাগিল। বাবুরাম বাবুর শরীরটি কেবল মাংসপিণ্ড—চারিজন মাজিতে কুঁতিয়া ধরাধরি করিয়া উপরে তুলিয়া দিল। বেণীবাবু কুটুম্বকে দেখিয়া "আস্‌তে আজ্ঞা হউক, বসতে আজ্ঞা হউক" প্রভৃতি নানাবিধ শিষ্টালাপ করিলেন। বাবুর বাটীর চাকর রাম তৎক্ষণাৎ তামুক সাজিয়া আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু ঘোর হুঁকারি, দুই-এক টান টানিয়া বলিলেন—ওহে হুঁকাটা পীসে-পীসে বল্‌ছে, খুড়া২ বল্‌ছে না কেন? বুদ্ধিমান লোকের নিকট চাকর থাকিলে সেও বুদ্ধিমান হয়। রাম অমনি হুঁকায় ছিঁচ্‌কা দিয়া—জল ফিরাইয়া—মিঠেকড়া তামাক সেজে—বড় দেখে নল করে হুঁকা আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু হুঁকা সম্মুখে পাইয়া একেবারে যেন ইজারা করিয়া লইলেন—ভড়র২ টান্‌ছেন—ধুঁয়া সৃষ্টি করছেন—ও বিজর২ বক্‌ছেন।

বেণীবাবু। মহাশয় একবার উঠে একটা পান খেলে ভাল হয় না?

বাবুরাম বাবু। সন্ধ্যা হল—আর জল খাওয়া থাকুক—এ আমার ঘর—আমাকে বলতে হবে কেন?

—দেখো মতিলালের বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হইয়াছে—ছেলেটিকে দেখে চক্ষু জুড়ায়। সম্প্রতি ইংরাজী পড়াইতে বাঞ্ছা করি—অল্প-স্বল্প মাহিনাতে একজন মাস্টার দিতে পার?

বেণীবাবু। মাস্টার অনেক আছে, কিন্তু ২০/২৫ টাকা মাসে দিলে একজন মাজারি গোচের লোক পাওয়া যায়।

বাবুরাম বাবু। কত—২৫ টাকা!!! অহে ভাই বাটীতে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ—প্রতিদিন একশত পাত পড়ে—আবার কিছুকাল পরেই ছেলেটির বিবাহ দিতে হইবে। যদি এত টাকা দিব তবে তোমার নিকট নৌকা ভাড়া করিয়া কেন এলাম?

এই বলিয়া বেণীবাবুর গায়ে হাত দিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বেণীবাবু। তবে কলিকাতার কোন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিউন। একজন আত্মীয়-কুটুম্বের বাটীতে ছেলেটি থাকিবে মাসে ৩/৪ টাকার মধ্যে পড়াশুনা হইতে পারিবে।

বাবুরাম বাবু। এত? তুমি বলে-কয়ে কমজম করিয়া দিতে পার না? স্কুলে পড়া কি ঘরে পড়ার চেয়ে ভাল?

বেণীবাবু। যদ্যপি ঘরে একজন বিচক্ষণ শিক্ষক রাখিয়া ছেলেকে পড়ানো যায় তবে বড় ভাল হয়, কিন্তু তেমন শিক্ষক অল্প টাকায় পাওয়া যায় না, স্কুলে পড়ার গুণও আছে—দোষও আছে। ছেলেদিগের সঙ্গে একত্র পড়াশুনা করিলে পরস্পরের উৎসাহ জন্মে কিন্তু সঙ্গদোষ হইলে কোন কোন ছেলে বিগড়িয়া যাইতে পারে, আর ২৫/৩০ জন বালক এক শ্রেণীতে পড়িলে হট্টগোল হয়, প্রতিদিন সকলের প্রতি সমান তদারকও হয় না, সুতরাং সকলের সমানরূপ শিক্ষাও হয় না।

বাবুরাম বাবু—তা যাহা হউক—মতিকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিব, দেখে-শুনে যাহাতে সুলভ হয় তাহাই করিয়া দিও। যে সকল সাহেবের কর্ম্মকাজ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহাদের কেহ নাই—থাকিলে ধরে পড়ে অমনি ভর্ত্তি করিতে পারিতাম। আর আমার ছেলে মোটামুটি শিখিলেই বস্ আছে, বড় পড়াশুনা করিলে স্বধর্ম্মে থাকিবে না। ছেলেটি যাহাতে মানুষ হয় তাহাই করিয়া দিও—ভাই সকল ভার তোমার উপর।

বেণীবাবু। ছেলেকে মানুষ করিতে গেলে ঘরে-বাইরে তদারক চাই। বাপকে স্বচক্ষে সব দেখতে হয়—ছেলের সঙ্গে ছেলে হইয়া খাট্‌তে হয়। অনেক কর্ম্ম বরাতে চলে বটে কিন্তু এ কর্ম্মে পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয় না।

বাবুরাম বাবু। সে সব বটে—মতি কি তোমার ছেলে নয়? আমি এক্ষণে গঙ্গাস্নান করিব—বিষয়-আশয় দেখিব—আমার অবকাশ কই ভাই? আর আমার ইংরাজী শেখা সেকেলে রকম। মতি তোমার—তোমার—তোমার!!! আমি তাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইব, তুমি যা জানো তাই করিবে কিন্তু ভাই! দেখো যেন বড় ব্যয় হয় না—আমি কাচ্চাবাচ্চাওয়ালা মানুষ—তুমি সকল তো বুঝতে পার?

অনন্তর অনেক শিষ্টালাপের পর বাবুরাম বাবু বৈদ্যবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

মতিলালের বালীতে আগমন ও তথায় লীলাখেলা, পরে ইংরাজী শিক্ষার্থে বহুবাজারে অবস্থিতি ।

রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড় ঢিলে দেন—হচ্ছে হবে—খাচ্ছি খাব—বলিয়া অনেক বেলা স্নান আহার করেন—তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন—কেহ বা তাস পেটেন—কেহ বা মাছ ধরেন—কেহ বা তবলায় চাঁটি দেন—কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং২ করেন—কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভাল বুঝেন—কেহ বা বেড়াতে যান—কেহ বা বহি পড়েন। কিন্তু পড়াশুনা অথবা সৎ কথার আলোচনা অতি অল্প হইয়া থাকে। হয়তো মিথ্যা গালগল্প কিংবা দলাদলির ঘোঁট, কি শম্ভু তিনটি কাঁঠাল খাইয়াছে এই প্রকার কথাতেই কাল ক্ষেপণ হয়। বালীর বেণীবাবুর অন্য প্রকার বিবেচনা ছিল। এদেশের লোকদিগের সংস্কার এই যে স্কুলে পড়া শেষ হইলে লেখাপড়ার শেষ হইল। কিন্তু এ বড় ভ্রম, আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত সাধনা করিলেও বিদ্যার ককূল পাওয়া যায় না, বিদ্যার চর্চ্চা যত হয় ততই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে। বেণীবাবু এ বিষয় ভাল বুঝিতেন এবং তদনুসারে চলিতেন। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার গৃহকর্ম্ম সকল দেখিয়া পুস্তক লইয়া বিদ্যানুশীল করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে চৌদ্দ বছরের একটি বালক—গলায় মাদুলি—কানে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু, সম্মুখে আসিয়া টিপ করিয়া একটি গড় করিল। বেণীবাবু এক মনে পুস্তক দেখিতেছিলেন বালকের জুতার শব্দে চম্‌কিয়া উঠিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এসো বাবা মতিলাল এসো—বাটীর সব ভাল তো?" মতিলাল বসিয়া সকল কুশল সমাচার কলিল। বেণীবাবু কহিলেন—অদ্য রাত্রে এখানে থাকো কল্য প্রাতে তোমাকে কলিকাতায় লইয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিব। ক্ষণেক কাল পরে মতিলাল জলযোগ করিয়া দেখিল অনেক বেলা আছে। চঞ্চল স্বভাব—এক স্থানে কিছু কাল বসিতে দারুণ ক্লেশ বোধ হয়—এজন্য আস্তে২ উঠিয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে দাঁদুড়ে বেড়াইতে লাগিল—কখন ঢেঁস্কেলের ঢেঁকিতে পা

দিতেছে—কখন বা ছাতের উপর গিয়া দুপ২ করিতেছে—কখন বা পথিকদিগকে ইট-পাটকেল মারিয়া পিট্টান দিতেছে; এইরূপে দুপদাপ করিয়া বালী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল—কাহার বাগানের ফুল ছেঁড়ে—কাহার গাছের ফল পাড়ে—কাহার মট্‌কার উপর উঠিয়া লাফায়—কাহার জলের কলসী ভাঙিয়া দেয়।

বালীর সকল লোকেই ত্যক্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—এ ছোঁড়া কে রে? যেমন ঘরপোড়া দ্বারা লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল আমাদিগের গ্রামটা সেইরূপ তচ্‌নচ্ হবে না কি? কেহ২ ঐ বালকের পিতার নাম শুনিয়া বলিল—আহা বাবুরাম বাবুর এ পুত্র—না হবে কেন? "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।"

সন্ধ্যা হইল—শৃগালদিগের হোয়া হোয়া ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ শব্দে গ্রাম শব্দায়মান হইতে লাগিল। বালীতে অনেক ভদ্রলোকের বসতি—প্রায় অনেকের বাটীতে শালগ্রাম আছেন এজন্য শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনির ন্যূনতা ছিল না। বেণীবাবু অধ্যয়নান্তর গামোড়া দিয়া উঠিয়া তামাক খাইতেছেন ইত্যবসরে একটা গোল উপস্থিত হইল। পাঁচ-সাতজন লোক নিকটে আসিয়া বলিল—মশাই গো! বৈদ্যবাটীর জমিদারের ছেলে আমাদের উপর ইঁট মারিয়াছে—কেহ বলিল—আমার ঝাঁকা ফেলিয়া দিয়াছে—কেহ বলিল—আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়াছে—কেহ বলিল আমার মুখে থুতু দিয়াছে—কেহ বলিল—আমার ঘিয়ের হাঁড়ি ভাঙিয়াছে। বেণীবাবু পরদুঃখে কাতর—সকলকে তুষেতেষে ও কিছু২ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন, পরে ভাবিলেন এ ছেলের তো বিদ্যা নগদ হইবে—এক বেলাতেই গ্রাম কাঁপিয়া দিয়াছে—এক্ষণে এখান হইতে প্রস্থান করিলে আমার হাড় জুড়ায়।

গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ খুড়া ভগবতী ঠাকুরদাদা ও ফচ্‌কে রাজকৃষ্ণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বেণীবাবু এ ছেলেটি কে? —আমরা আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলাম—গোলের দাপটে উঠে পড়েছিলাম—কাঁচা ঘুম ভাঙাতে শরীরটা মাটি মাটি করিতেছে। বেণীবাবু কহিলেন—আর ও কথা কেন বল? একটা ভারি কর্ম্মভোগে পড়িয়াছি—আমার একটি জমিদার ষণ্ডা কুটুম্ব আছে—তাহার হ্রস্ব দীর্ঘ কিছুই জ্ঞান নাই—কেবল কতকগুলো টাকা আছে। ছেলেটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইবার জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন—কিন্তু এর মধ্যেই হাড় কালি হইল—এমন ছেলেকে তিনদিন রাখিলেই বাটীতে ঘুঘু চরিবে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—জনকয়েক চেংড়া পশ্চাতে মতিলাল "ভজ নর শম্ভুসুতেরে" বলিয়া চিৎকার করিতে২ আসিল। বেণীবাবু বলিলেন—ঐ

আসছে রে বাবু—চুপ কর—আবার দুই এক ঘা বসিয়ে দেবে না কি? পাপকে বিদায় পারিলে বাঁচি। মতিলাল বেণীবাবুকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া ঈষদ্ধাস্য করত কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল। বেণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবু কোথায় গিয়াছিলে? মতিলাল বলিল—মহাশয়দের গ্রামটা কত বড় তাই দেখে এলাম।

পরে বাটীর ভিতর যাইয়া মতিলাল রাম চাকরকে তামাক আনিতে বলিল। অম্বুরি অথবা ভেলসায় সানে না—কড়া তামাকের উপর কড়া তামাক খাইতে লাগিল। রাম তামাক যোগাইয়া উঠিতে পারে না—এই আনে—এই নাই। এইরূপ মুহুর্মুহু তামাক দেওয়াতে রাম অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারিল না। বেণীবাবু রোয়াকে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ও এক২ বার পিছন ফিরিয়া মিট২ করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। বেণীবাবু অন্তঃপুরে মতিলালকে লইয়া উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন ও নানাপ্রকার চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা পরিতোষ করাইয়া তাম্বূলগ্রহণান্তর আপনি শয়ন করিতে গেলেন। মতিলাল শয়নাগারে গিয়া পান তামাক খাইয়া বিছেনার ভিতর ঢুকিল। কিছু কাল এপাশ-ওপাশ করিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া এক২ বার পায়চারি করিতে লাগিল ও এক২ বার নীলু ঠাকুরের সখীসংবাদ অথবা রাম বসুর বিরহ গাইতে লাগিল। গানের চোটে বাটীর সকলের নিদ্রা ছুটে পালাইল।

চণ্ডীমণ্ডপে রাম ও কাশীজোড়া নিবাসী পেলারাম মালী শয়ন করিয়াছিল। দিবসে পরিশ্রম করিলে নিদ্রাটি বড় আরামে হয়, কিন্তু ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত বিরক্তি জন্মে। গানের চিৎকারে চাকরের ও মালীর নিদ্রা ভাঙিয়া গেল।

পেলারাম। অহে বাপা রাম! এ সড়ার চিড়কারে মোর লিদ্রা হতেছে না—উঠে বাগানে বীজ গুঁড়া কি পেড়াইব?

রাম। (গা মোড়া দিয়া) আরে রাত ঝাঁ২ কচ্চে—এখন কেন উঠ্‌বি? বাবু ভাল নালা কেটে জল এনেছে—এ ছোঁড়া কাণ ঝালা-পালা কল্লে—গেলে বাঁচি।

পরদিন প্রভাতে বেণীবাবু মতিলালকে লইয়া বৌবাজারের বেচারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বেচারাম বাবু কেনারাম বাবুর পুত্র—বুনিয়াদী বড় মানুষ—সন্তানাদি কিছুই নাই—সাদাসিধে লোক কিন্তু জন্মাবধি গঁর্ণাখাঁদা—অল্প২ পিট্‌পিটে ও চিড়্‌চিড়ে। বেণীবাবুকে দেখিয়া স্বাভাবিক নাকিস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আরে কও কি মনে করে?"

বেণীবাবু। মতিলাল মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িবে—শনিবার২ ছুটি পাইলে বৈদ্যবাটী যাইবে। বাবুরাম বাবুর কলিকাতায় আপনার মত আত্মীয় আর নাই এজন্য এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি।

বেচারাম। তার আটক কি? —এও ঘর সেও ঘর। আমার ছেলেপুলে নাই—কেবল দুই ভাগিনেয় আছে—মতিলাল স্বচ্ছন্দে থাকুক।

বেচারাম বাবুর নাকিস্বরের কথা শুনিয়া মতিলাল খিল২ করিয়া হাসিতে লগিল। অমনি বেণীবাবু উহুঁ২ করত চোখ টিপ্‌তে লাগিলেন ও মনে করিলেন এমন ছেলে সঙ্গে থাকিলে কোথাও সুখ নাই। বেচারাম বাবু মতিলালের হাসি শুনিয়া বলিলেন—বেণী ভায়া! ছেলেটি কিছু বেদ্‌ড়া দেখতে পাই যে? বোধ হয় বালককালাবধি বিশেষ নাই পাইয়া থাকিবে। বেণীবাবু অতি অনুসন্ধানী—পূর্ব্বকথা সকলি জানেন আপনিও ভুগেছেন—কিন্তু নিজ গুণে সকল ঢেকে ঢুকে লইলেন—গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলে মতিলাল মারা যায়—তাহার কলিকাতায় থাকাও হয় না ও স্কুলে পড়াও হয় না। বেণীবাবুর নিতান্ত বাসনা সে কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে কোন প্রকারে মানুষ হয়।

অনন্তর অন্যান্য প্রকার অনেক আলাপ করিয়া বেচারাম বাবুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া বেণীবাবু মতিলালকে সঙ্গে করিয়া শরবোরণ সাহেবের স্কুলে আসিলেন। হিন্দু কলেজ হওয়াতে শরবোরণ সাহেবের কিঞ্চিৎ মেড়ে পড়িয়াছিল এজন্য সাহেব দিন রাত্রি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন—তাঁহার শরীর মোটা—ভুরুতে রোঁ ভরা—গালে সর্ব্বদা পান—বেত হাতে—এক২ বার ক্লাসে২ বেড়াইতেন ও এক২ বার চৌকিতে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন। বেণীবাবু তাঁহার স্কুলে মতিলালকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বালীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার বিবরণ, শিশু শিক্ষার প্রকরণ, মতিলালের কুসঙ্গ ও ধৃত হইয়া পুলিসে আনয়ন।

প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরী করিতেন, কিন্তু কলিকাতার একজনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্ত্তা ইশারা দ্বারা হইত। মানব স্বভাব এই যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারা দ্বারাই ক্রমে২ কিছু২ ইংরাজী কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্‌রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাক্‌কায় ইংরাজী চর্চ্চা বাড়ীয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রি ও আনন্দিরাম দাস অনেক ইংরাজী কথা শিখিয়াছিলেন। রামরাম মিশ্রী ও রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাঁহার একটি স্কুল ছিল তথায় ছাত্রদিগকে ১৪/১৫ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত। পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুল-মাষ্টর-গিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা তামস্‌ডিস্‌ পড়িত ও কথার মানে মুখস্থ করিত। বিবাহে অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে জাইন ঝাড়িতে পারিতে, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাওহা দিতেন।

ফ্রেন্‌কো ও আরাতুন পিট্রস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাহেব কিছু কাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।

যদি ছেলেদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহারা যে স্কুলে পড়ুক আপন২ পরিশ্রমের জোরে কিছু না কিছু অবশ্যই শিখিতে পারে। সকল স্কুলেরই দোষ গুণ আছে, এবং এমন২ অনেক ছেলেও আছে যে এ স্কুল ভাল নয় ও স্কুল ভাল নয় বলিয়া, আজ এখানে কালি ওখানে ঘুরে২ বেড়ায়—মনে করে গোলমালে কাল কাটাইয়া দিতে পারিলেই বাপ-মাকে ফাঁকি দিলাম।